

# নতুন নিয়মের খ্রিস্টীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক ইহুদি ধর্মের একটি বিশদ সমালোচনা

এই দলিলে মিশনা, তালমুদ এবং পরবর্তীকালের রাব্বিনীয় রচনাগুলিতে উপস্থাপিত আধুনিক (রাব্বিনীয়) ইহুদি ধর্ম এবং নিউ টেস্টামেন্টের খ্রিস্টধর্মের (যেমনটি বাইবেলে রয়েছে) মধ্যকার প্রধান বৈপরীত্যগুলো সংকলন ও সংশ্লেষণ করা হয়েছে। এটি রাব্বিনীয় ঐতিহ্যের মধ্যকার বিচ্ছাতি, বাড়াবাড়ি এবং আপাত অসঙ্গতিগুলোকেও তুলে ধরে। আধুনিক ইহুদি ধর্ম বলতে দ্বিতীয় মন্দির-পরবর্তী রাব্বিনীয় ইহুদি ধর্মকে (৭০ খ্রিস্টাব্দের পরে) বোঝায়, যা লিখিত তোরাহের পাশাপাশি মৌখিক আইনকে (যা প্রায় ২০০ খ্রিস্টাব্দে মিশনায় সংহিতাবদ্ধ হয় এবং প্রায় ৫০০ খ্রিস্টাব্দে গেমারা/তালমুদে সম্প্রসারিত হয়) ঐশ্বরিক ও বাধ্যতামূলক হিসেবে মর্যাদা দেয়।

এই বিশ্লেষণটি শুধুমাত্র উল্লেখিত ধর্মগ্রন্থ ও পাঠ্যাংশের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, যা অমীমাংসিত পার্থক্য এবং সম্ভাব্য ক্রটিগুলোকে তুলে ধরে। যদিও ইহুদি পণ্ডিতরা এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেন (যেমন, পিলপুল, প্রসঙ্গায়ন, বা তালমুদীয় বিতর্কের দ্বাল্দিব প্রকৃতির মাধ্যমে), এই সমালোচনাটি নব নিয়মের দৃষ্টিকোণ থেকে রাব্বিনীয় বিকাশসমূহকে এমন মানবীয় ঐতিহ্য হিসেবে দেখে যা ঈশ্বরের বাণীকে বাতিল করে, পূর্ণতাপ্রাপ্ত মসিহ যিশুকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অনুগ্রহের পরিবর্তে আইনবাদকে প্রতিস্থাপন করে।

## ১. রাব্বিনীয় ইহুদি ধর্ম এবং নতুন নিয়মের মধ্যে মূল বৈপরীত্যসমূহ

এই বিষয়গুলো মৌলিক মতপার্থক্য প্রকাশ করে, যেখানে রাব্বিনীয় শিক্ষা সরাসরি নতুন নিয়মের মতবাদের বিরোধিতা করে বা সেগুলোর পুনর্ব্যাখ্যা দেয় এবং প্রায়শই যিশু ও তাঁর অনুসারীদের ধর্মদ্রোহী বা মিনিম (সাম্প্রদায়িক) হিসেবে চিত্রিত করে। খ্রিস্টীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, রাব্বিনীয় ইহুদিবাদ খ্রিস্ট-পরবর্তী এক প্রত্যাখ্যান হিসেবে আবির্ভূত হয়, যা ঐশ্বরিক মসিহ ও চূড়ান্ত প্রায়শ্চিত্তকারী হিসেবে যিশুকে কেন্দ্র করে বাইবেলের প্রত্যাদেশকে বিকৃত করে।

### মসিহের পরিচয় ও ভূমিকা

- নতুন নিয়ম (বাইবেল): “তিনি [যিশু] তাদের বললেন, ‘কিন্তু তোমরা আমাকে কে বলে মনে করো?’ শিমন পিতর উত্তর দিয়ে বললেন, ‘আপনিই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।’” (মথি ১৬:১৫-১৬)
- যিশু প্রথমে দুঃখভোগী দাস হিসেবে (যিশাইয় ৫৩), মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে এবং ভবিষ্যতে রাজা হিসেবে ফিরে আসার মাধ্যমে (প্রকাশিত বাক্য ১৯:১১-১৬) ভাববাণী পূর্ণ করেছিলেন। “এই যিশুই সেই পাথর, যা তোমরা, নির্মাতারা, অগ্রাহ্য করেছিলে, আর যা প্রধান কোণপাথর হয়েছে।” (প্রেরিত ৪:১১, গীতসংহিতা ১১৮:২২ থেকে উদ্ধৃত)
- রাব্বিনীয় ইহুদিবাদ (তালমুদ/মিশনা): মসিহকে অবশ্যই এক আগমনে মন্দির পুনর্নির্মাণ করতে হবে, সমস্ত নির্বাসিতদের একত্রিত করতে হবে, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং বিশ্বব্যাপী তোরাহ পালন বাধ্যতামূলক করতে হবে (মাইমোনাইডসের ১৩টি নীতি, যা সানহেড্রিন ৯৯ক থেকে উদ্ধৃত)। যেহেতু যিশু দৃশ্যত এর কোনোটিই করেননি, তাই তিনি মসিহ হতে পারেন না। সানহেড্রিন ৯৮ক দুজন সম্ভাব্য মসিহের বর্ণনা দেয়: মাশিয়াহ বেন ডেভিড (রাজা) অথবা বেন ইয়োসেফ (দুঃখভোগী ও পরে নিহত), কিন্তু বিজয়ীর আগমন পর্যন্ত যুগটি দুঃখেরই থাকবে। সানহেড্রিন ৪৩ক জাদুবিদ্যা এবং ইসরায়েলকে বিপথে চালিত করার জন্য “ইয়েশু”-কে মৃত্যুদণ্ড দেয়।
- বৈপরীত্য: নতুন নিয়ম যিশুকে সেই পরিপূর্ণ মসিহ হিসেবে ঘোষণা করে যিনি দুঃখভোগের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন (প্রথম আগমন) এবং রাজত্ব করতে ফিরে আসবেন; অন্যদিকে রাব্বিনীয় ইহুদিবাদ এই “দুই আগমন” মডেলটি প্রত্যাখ্যান করে, একজন সম্পূর্ণরূপে মানবীয় রাজনৈতিক ত্রাণকর্তার জন্য অপেক্ষা করে এবং “যেশু”-কে একজন ভণ্ড নবী বলে অভিষাপ দেয়।

## মসিহের দেবত্ব ও পুত্রত্ব

- নতুন নিয়ম (বাইবেল): “আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, এবং বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন... এবং বাক্য দেহ ধারণ করলেন।” (যোহন ১:১,১৪) “থমোষ তাঁকে উত্তর দিলেন, ‘আমার প্রভু ও আমার ঈশ্বর!’” (যোহন ২০:২৮) যিশু দেহধারী ঈশ্বর হিসেবে উপাসনা গ্রহণ করেছিলেন।
- রাক্বিনীয় ইহুদি ধর্ম: কঠোর একেশ্বরবাদ যেকোনো অবতারবাদ বা ঐশ্বরিক পুত্রত্বকে নিষিদ্ধ করে। শেমা (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪)-কে যেকোনো বহুত্ববাদকে বর্জন করার জন্য ব্যাখ্যা করা হয়। কোনো মানুষ ঈশ্বর—এই দাবি করাকে আভোদাহ জারাহ (মূর্তিপূজা) বলা হয়। তালমুদের বিভিন্ন অংশে কুমারী জন্মকে উপহাস করা হয়েছে (শাব্বাত ১০৪বি: ব্যভিচারিণীর পুত্র হিসেবে ইয়েশু) এবং খ্রিস্টানদের ‘ওভদেই আভোদাহ জারাহ’ বলে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে।
- বৈপরীত্য: নতুন নিয়ম মসিহের ঈশ্বরত্বকে স্বীকার করে (যিশাইয় ৯:৬ “পরাক্রমশালী ঈশ্বর”-এ যার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে), অপরদিকে রাক্বিনীয় ইহুদিবাদ একে ঈশ্বরনিন্দা হিসেবে নিন্দা করে, এমনকি এই ধরনের দাবির জন্য পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে মৃত্যুদণ্ডও আরোপ করে (সানহেড্রিন ৪৩ক)।

## ক্রুশবিদ্ধকরণ, পুনরুত্থান এবং প্রায়শ্চিত্ত

- নতুন নিয়ম (বাইবেল): “শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন... তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল, এবং... তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন।” (১ করিন্থীয় ১৫:৩-৪) “রক্তপাত ছাড়া পাপের ক্ষমা হয় না।” (ইব্রীয় ৯:২২) যীশু হলেন চূড়ান্ত বলিদান: “তিনি সকলের জন্য একবারেই আবির্ভূত হয়েছেন... যেন নিজের বলিদানের দ্বারা পাপ দূর করতে পারেন।” (ইব্রীয় ৯:২৬)
- রাক্বিনিক ইহুদিবাদ: যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়াকে প্রায়শ্চিত্তমূলক বা মসিহীয় ঘটনা হিসেবে অস্বীকার করে। তালমুদ (সানহেড্রিন ৪৩ক) দাবি করে যে, যাশুকে জাদুবিদ্যার জন্য নিস্তারপর্বের আগের রাতে পাথর ছুঁড়ে মারা হয়েছিল এবং তারপর ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল, এবং তাঁর কোনো পুনরুত্থান হয়নি। মন্দির-পরবর্তী প্রায়শ্চিত্ত কেবল অনুতাপ, প্রার্থনা এবং ভালোবাসার মাধ্যমেই হয় (ইয়োমা ৮৬খ: “অনুতাপ সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে”; বেরাখত ২৬খ: বলিদানের পরিবর্তে প্রার্থনা স্থান পায়, হোশেয় ১৪:৩-এর উদ্ধৃতি দিয়ে “আমাদের ওষ্ঠের ষাঁড়”)।
- বৈপরীত্য: নতুন নিয়ম যিশুর রক্তকে শাস্ত প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে ঘোষণা করে, যা মন্দিরের আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা শেষ করে দেয়; অন্যদিকে রাক্বিনীয় ইহুদিবাদ তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানকে প্রত্যাখ্যান করে এবং রক্ত ছাড়াই প্রায়শ্চিত্তের দাবি করে, যা খ্রিষ্টের বলিদানকে “অপ্রয়োজনীয়” করে তোলে।

## পরিত্রাণ: অনুগ্রহ বনাম কর্মের মাধ্যমে যোগ্যতা

- নতুন নিয়ম (বাইবেল): “তোমরা অনুগ্রহেই বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছ... কর্মের দ্বারা নয়, পাছে কেউ গর্ব করে।” (ইফিষীয় ২:৮-৯) “অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিলেন, এবং তা তাঁর জন্য ধার্মিকতা বলে গণ্য হয়েছিল।” (রোমীয় ৪:৩, আদিপুস্তক ১৫:৬ থেকে উদ্ধৃত)
- রাক্বিনীয় ইহুদি ধর্ম: পরিত্রাণ/পরকালে অংশ নির্ভর করে মিত্জভত পালন, অনুতাপ এবং মন্দ কাজের চেয়ে ভালো কাজের আধিক্যের মাধ্যমে অর্জিত যোগ্যতার উপর (মিশনা সানহেড্রিন ১০:১: “নির্দিষ্ট কিছু পাপী ব্যতীত সমগ্র ইসরায়েলের পরকালে অংশ রয়েছে”)। বিচার দিবসে ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লা (কিন্দুশিন ৩৯বি; রোশ হাশানা ১৬বি-১৭এ)।
- বৈপরীত্য: নতুন নিয়ম খ্রীষ্টের সমাপ্ত কাজের উপর বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণের শিক্ষা দেয়; অন্যদিকে রাক্বিনীয় ইহুদিবাদ মানুষের প্রচেষ্টা এবং তোরাহ পালনের উপর জোর দেয়, যা কার্যকরভাবে অনুগ্রহকে অকার্যকর করে দেয়।

## মৌখিক আইন ও রাক্বিনীয় ঐতিহ্যের কর্তৃত্ব

- নতুন নিয়ম (বাইবেল): যিশু সেইসব প্রথার নিন্দা করেছেন যা শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করে: “তোমরা তোমাদের প্রচলিত প্রথার দ্বারা ঈশ্বরের বাক্যকে অকার্যকর করেছ।” (মার্ক ৭:১৩) “ধিক্ তোমাদের, শাস্ত্রজ্ঞ ও ফরীশীরা... তোমরা ব্যবস্থার গুরুতর বিষয়গুলি, অর্থাৎ ন্যায়বিচার, করুণা ও বিশ্বস্ততা অবহেলা করেছ।” (মথি ২৩:২৩)
- রাক্বিনীয় ইহুদিবাদ: মৌখিক আইন ঐশ্বরিক, যা সিনাই পর্বতে মোশিকে লিখিত তোরাহের পাশাপাশি প্রদান করা হয়েছিল এবং যা চিরকালের জন্য বাধ্যতামূলক (মিশনা পিরকেই আভত ১:১: “মোশি সিনাই থেকে তোরাহ লাভ করেন এবং তা যিহোশুয়ের কাছে... মহান সভার পুরুষদের কাছে প্রেরণ করেন”)। রাক্বিনীয় বিধান এমনকি তোরাহকেও

বাতিল করতে পারে (বাবা মেংজিয়া ৫৯বি: সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বাত কোল পরাজিত; ঈশ্বর হাসেন, “আমার পুত্রা আমাকে পরাজিত করেছে”)।

- বৈপরীত্য: নতুন নিয়ম মানবীয় ঐতিহ্যকে বোঝাঙ্করূপ সংযোজন হিসেবে তুলে ধরে; অন্যদিকে রাব্বিনীয় ইহুদিবাদ সেগুলোকে ঐশ্বরিক মর্যাদায় উন্নীত করে, যা সরাসরি দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২ (“আমি তোমাকে যে বাক্য আদেশ করি, তার সঙ্গে তুমি কিছু যোগ করবে না”) লঙ্ঘন করে।

## ২. রাব্বিনীয় ঐতিহ্যের মধ্যে বিচ্যুতি, সীমালঙ্ঘন এবং আপাত অসঙ্গতি

এগুলো এমন ক্ষেত্রগুলোকে তুলে ধরে যেখানে রাব্বিনীয় গ্রন্থসমূহ লিখিত তোরাহের সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে হয়, ঈশ্বরের উপরে মানুষের কর্তৃত্বকে স্থান দেয়, অথবা অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব ধারণ করে। রাব্বিনীয় পণ্ডিতগণ দ্বন্দ্বিকতা বা “উভয়ই জীবন্ত ঈশ্বরের বাণী”—এই যুক্তির মাধ্যমে এগুলোর সমাধান করেন, কিন্তু বাইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো মানুষের মনগড়া বিষয় বলে প্রকাশ পায়।

### ঈশ্বর ও তোরাহের উর্ধ্বে রাব্বিদের কর্তৃত্বের মর্যাদা

- তোরাহ: “আমি তোমাদের যে বাক্য আদেশ করি, তার সঙ্গে তোমরা কিছু যোগ করবে না, কিংবা তা থেকে কিছু বাদও দেবে না।” (দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২) “শিক্ষার ও সাক্ষ্যের দিকে! যদি তারা এই বাক্য অনুসারে কথা না বলে, তবে তাদের কোনো আলো নেই।” (যিশাইয় ৮:২০)
- তালমুদ: বাবা মেংজিয়া ৫৯বি-তে রাব্বি এলিয়েজারের অলৌকিক ঘটনাগুলোর (ক্যারোব গাছ উপড়ে ফেলা, দেয়াল বেঁকে যাওয়া) বর্ণনা করা হয়েছে, যা একটি স্বর্গীয় বাণী দ্বারা নিশ্চিত হয়েছিল, তবুও রাব্বি যিহোশুয় ঘোষণা করেন, “এটি স্বর্গে নয়” (দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:১২), সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই চূড়ান্ত হয়, এবং ঈশ্বর হেসে বলেন: “আমার সন্তানেরা আমাকে পরাজিত করেছে।”
- বিচ্যুতি: রাব্বিরা ঐশ্বরিক নিদর্শন এবং স্বয়ং তোরাহকে অগ্রাহ্য করে এমন কর্তৃত্বের দাবি করে যা ঈশ্বর মেনে নেন—যা বাইবেলের দৃষ্টিতে ঈশ্বরনিন্দা।

### আর্থিক ক্ষতিপূরণ বনাম আক্ষরিক প্রতিশোধ

- তোরাহ: “চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত।” (যাত্রাপুস্তক ২১:২৪; লেবীয় পুস্তক ২৪:২০; দ্বিতীয় বিবরণ ১৯:২১)
- তালমুদ: এটিকে শুধুমাত্র আর্থিক পরিশোধ হিসেবে ব্যাখ্যা করে (বাবা কাম্মা ৮৩খ-৮৪ক), কখনোই আক্ষরিক শারীরিক প্রতিশোধ হিসেবে নয়।
- বিচ্যুতি: সরাসরি তোরাহের সুস্পষ্ট ভাষাকে শিথিল করে, যা কারাইত ও খ্রিস্টানদের দ্বারা ধর্মগ্রন্থকে অকার্যকর করার অভিযোগে অভিযুক্ত।

### মন্দিরের পরে রক্ত ছাড়া প্রায়শ্চিত্ত

- তোরাহ: “কারণ দেহের জীবন রক্তেই নিহিত... এই রক্তই পাপমোচন করে।” (লেবীয় পুস্তক ১৭:১১)
- তালমুদ: মন্দির-পরবর্তী, “অনুশোচনা প্রায়শ্চিত্ত করে” (□□□□ ৪৬□); ধার্মিকের মৃত্যু প্রায়শ্চিত্ত করে (□□□□ □□□□□ ২৪□); দানশীলতা ও দুঃখভোগ প্রায়শ্চিত্ত করে।
- বিচ্যুতি: এটি রক্তের উপর তোরাহের জোর দেওয়ার নীতির বিরোধিতা করে, যা নতুন নিয়ম খ্রিষ্টের মাধ্যমে পূর্ণতা দান করে।

### ইয়েশু (যিশু)-র তালমুদীয় আলোচনা

- ঐতিহাসিক যিশু যে অলৌকিক কাজ করেছিলেন তা স্বীকার করে, কিন্তু সেগুলোকে জাদুবিদ্যা বলে আখ্যা দেয় (সানহেড্রিন ৪৩ক; ১০৭খ), ইসরায়েলকে বিপথে চালিত করার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার দাবি করে, এবং ফুটন্ত মলের মাধ্যমে শাস্তির চিত্র তুলে ধরে (গিটিন ৫৭ক)।

- বিদ্যুতি: পরোক্ষভাবে যিশুর অস্তিত্ব ও নিদর্শনসমূহ স্বীকার করলেও তাঁর ঐশ্বরিক উৎসকে প্রত্যাখ্যান করে, যা সত্য নবীদের জন্য তার নিজস্ব মানদণ্ডের (দ্বিতীয় বিবরণ ১৩, ১৮) পরিপন্থী।

## অমীমাংসিত বিতর্ক এবং দ্বন্দ্ব

- হিলেল ও শাম্মাইয়ের দর্শন শত শত আইন বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে, উভয়কেই “জীবন্ত ঈশ্বরের বাণী” বলা হলেও একটিই প্রাধান্য পায় (এরুভিন ১৩বি)—ঐশ্বরিক সত্য কীভাবে পরস্পরবিরোধী হতে পারে?
- মসিহের আগমনের সময়: কেউ কেউ বলেন নির্দিষ্ট, আবার অন্যরা বলেন যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল (সানহেড্রিন ৯৭খ-৯৮ক)।
- এই দ্বন্দ্বগুলো ঐশ্বরিক স্পষ্টতার চেয়ে বরং মানবিক জল্পনা-কল্পনারই ইঙ্গিত দেয়।

## অতিরিক্ত উদাহরণ: নির্দিষ্ট রাব্বিনিক তাক্কানত যা লিখিত তোরাহ আদেশকে অগ্রাহ্য করে

এই রাব্বিনীয় বিধানগুলো (তাক্কানত) ব্যবহারিক বা অর্থনৈতিক কারণে সুস্পষ্টভাবে তোরাহর আদেশসমূহকে অগ্রাহ্য বা বাতিল করে দেয়:

- সাব্যটিক্যাল ইয়ারের ঋণ মুক্তি
  - তোরাহ: “প্রতি সাত বছর শেষে তোমরা ঋণমুক্তি দেবে... প্রত্যেক ঋণদাতা তার ধার দেওয়া অর্থ ফেরত দেবে।” (দ্বিতীয় বিবরণ ১৫:১-৩)
  - রাব্বিনীয়: হিলেলের প্রসবুল ঋণ আদালতে হস্তান্তর করে, যা আদায়ের সুযোগ করে দেয় (মিশনা শেভিইত ১০:৩; গিটিন ৩৬ক)।
- বিশ্রামবারে পালন করা
  - তোরাহ: বোঝা বহন করা যাবে না (যিরমিয় ১৭:২১-২২; যাত্রাপুস্তক ১৬:২৯)।
  - রাব্বিনিক: এরুড কাল্পনিক ব্যক্তিগত ক্ষেত্র তৈরি করে (মিশনা এরুভিন)।
- পাসওভারে খামেংজ অপসারণ
  - তোরাহ: “তোমরা তোমাদের ঘর থেকে খামির দূর করবে।” (যাত্রাপুস্তক ১২:১৫)
  - রাব্বিনীয়: আইনি কল্পকাহিনী হিসেবে কোনো অ-ইহুদি ব্যক্তির কাছে খামেংজ □□□□□;বক্ৰি□□□□□; করা।
- মৃত্যুদণ্ড অবাস্তব করে তোলা হয়েছে
  - তোরাহ: বিদ্রোহী পুত্রের জন্য মৃত্যুদণ্ড, বিশ্রামবার লঙ্ঘন, ইত্যাদি। (দ্বিতীয় বিবরণ ২১:১৮-২১; যাত্রাপুস্তক ৩১:১৪)
  - তালমুদ: শর্তগুলো এতটাই কঠোর ছিল যে সেগুলো “কখনোই ঘটেনি” (সানহেড্রিন ৭১ক)।
- বিশ্রামবারে আগুন জ্বালানো
  - তোরাহ: “বিশ্রামবারে তোমরা আগুন জ্বালাবে না।” (যাত্রাপুস্তক ৩৫:৩)
  - রাব্বিনিক: আগে থেকে জ্বালানো মোমবাতি এবং উষ্ণ রাখার অনুমতি দেয় (শ্রমিকদের প্রকারভেদ চিহ্নিত করে)।

এই অগ্রাহ্যকরণগুলো যিশুর সেই অভিযোগকেই প্রতিফলিত করে: “তোমরা তোমাদের প্রথার দ্বারা ঈশ্বরের বাক্যকে অকার্যকর করে দাও।” (মার্ক ৭:১৩; মার্ক ৭:৯-১৩-এ কোরবানির মানত দ্রষ্টব্য)।

## ৩. সামগ্রিক সমালোচনা: ধর্মতাত্ত্বিক ও যৌক্তিক তাৎপর্য

যিশুকে এবং মন্দিরের ধ্বংসকে (যা যিশু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মথি ২৪:২) প্রত্যাখ্যান করার পর টিকে থাকার একটি কৌশল হিসেবে রাব্বিনীয় ইহুদিবাদের উদ্ভব ঘটে। মৌখিক আইন এবং মানুষের যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিয়ে এটি এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করে, যাকে যিশু ও পৌল আইনবাদী দাসত্ব বলে নিন্দা করেছিলেন (মথি ২৩; গালাতীয় ৩:১০-১১)। যৌক্তিকভাবে, তালমুদ যদি পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থকে সমর্থন করে, কিন্তু যিশুকে বাদ দেওয়ার জন্য সেগুলোর পুনর্ব্যাখ্যা করে এবং তাঁর চিহ্নগুলোকে (জাদুবিদ্যা হিসেবে) স্বীকার করে, তবে তা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। অভ্যন্তরীণ বাড়াবাড়ি—যেমন রাব্বিনদের দ্বারা

ঈশ্বরকে “পরাজিত” করা—বাইবেলের অপরিবর্তনীয় সত্যের সাথে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে: “যিশু খ্রিষ্ট গতকাল, আজ এবং চিরকাল একই।” (ইব্রীয় ১৩:৮)। এটি রাব্বিনীয় নেতাদেরকে সেই “অন্ধ পথপ্রদর্শক” হিসেবে চিহ্নিত করে, যাদের বিরুদ্ধে যিশু সতর্ক করেছিলেন; যারা মোশি ও ভাববাদীদের দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা প্রকৃত মসিহ থেকে ইসরায়েলকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

## ৪. অনুমানমূলক: ফরীশী ও শাস্ত্রীদের প্রতি তাঁর বাইবেলীয় বাণীর উপর ভিত্তি করে, যিশু আধুনিক রাব্বি ইহুদিদের কী বলতে পারতেন

হে সর্পগণ, হে বিষধর সর্পবংশ, তোমরা নরকের দণ্ড থেকে কী করে রক্ষা পাবে? (মথি ২৩:৩৩)

“ধিক্ তোমাদের, শাস্ত্রজ্ঞ ও ফরীশীরা, ভণ্ডেরা! কেননা তোমরা মানুষের মুখের উপর স্বর্গরাজ্যের দরজা বন্ধ করে দাও... তোমরা তাঁকে নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ নরকের সন্তান করে তোলা।” (মথি ২৩:১৩-১৫)

“তোমরা ঈশ্বরের আদেশ ত্যাগ করে মানুষের প্রথা আঁকড়ে ধরে আছ... নিজেদের প্রথা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঈশ্বরের আদেশ অগ্রাহ্য করার কী চমৎকার উপায় তোমাদের!” (মার্ক ৭:৮-৯,১৩)

যিশুই ঠিকই বলেছিলেন... ‘এই লোকেরা মুখে মুখে আমাকে সম্মান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় আমার থেকে অনেক দূরে; তারা বৃথাই আমার উপাসনা করে, মানুষের আদেশসমূহকে মতবাদ হিসেবে শিক্ষা দেয়।’ (মথি ১৫:৭-৯)

আমার মধ্য দিয়ে ছাড়া কেউ পিতার কাছে আসতে পারে না। (যোহন ১৪:৬)

তোমরা শাস্ত্র অনুসন্ধান করো, কারণ তোমরা মনে করো যে তাতে অনন্ত জীবন আছে; আর সেই শাস্ত্রই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, তবুও তোমরা জীবন পাওয়ার জন্য আমার কাছে আসতে অস্বীকার করো। (যোহন ৫:৩৯-৪০)

“হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত সকল লোক, আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।” (মথি ১১:২৮)

## ৫. অনুমানমূলক: বাইবেলের বাণীর উপর ভিত্তি করে প্রেরিতগণ আধুনিক রাব্বি ইহুদিদের কী বলতে পারতেন

পল (প্রাক্তন ফরীশী):

হে ভাইয়েরা, তাদের [ইস্রায়েলের] জন্য ঈশ্বরের কাছে আমার আন্তরিক ইচ্ছা ও প্রার্থনা এই যে, তারা যেন পরিত্রাণ পায়। কারণ আমি তাদের বিষয়ে সাক্ষ্য দিই যে, ঈশ্বরের প্রতি তাদের অনুরাগ আছে, কিন্তু তা জ্ঞানসম্মত নয়। কেননা, ঈশ্বরের ধার্মিকতা বিষয়ে অজ্ঞ থেকে এবং নিজেদের ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে, তারা ঈশ্বরের ধার্মিকতার বশীভূত হয়নি। (রোমীয় ১০:১-৩)

তাহলে আমরা কী বলব? যে অ-ইহুদিরা... ধার্মিকতা লাভ করেছিল... কিন্তু ইস্রায়েল... সফল হয়নি... কারণ তারা বিশ্বাসের দ্বারা তা অনুসরণ করেনি, বরং কর্মের উপর ভিত্তি করে তা করেছিল। (রোমীয় ৯:৩০-৩২)

“হে মুখ্য গালাতীয়েরা [বিশেষত বিধি-ব্যবস্থা পালনকারীরা]! কে তোমাদের সম্মোহিত করেছে?... তোমরা কি ব্যবস্থার কার্য দ্বারা পবিত্র আত্মা পেয়েছ, না বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ দ্বারা?” (গালাতীয় ৩:১-২)

“যদি তোমরা হুকচ্ছেদ [বা রাব্বিদের কাছ থেকে পাওয়া যোগ্যতা] গ্রহণ করো, তবে খ্রীষ্ট তোমাদের কোনো উপকারে আসবেন না... তোমরা যারা ব্যবস্থার দ্বারা ধার্মিক বলে গণ্য হতে চাও, তোমরা খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছ।” (গালাতীয় ৫:২-৪)

পিটার:

তাঁর [যীশুর] মাধ্যমে প্রত্যেক বিশ্বাসকারী সেই সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত হয়, যেগুলি থেকে তোমরা মোশির ব্যবস্থা দ্বারা মুক্ত হতে পারতে না। (প্রেরিত ১৩:৩৯, যিহুদিদের প্রতি)

জন:

যে যীশুকে খ্রীষ্ট বলে অস্বীকার করে, সে ছাড়া আর কে মিথ্যাবাদী? এ-ই খ্রীষ্টারি, যে পিতা ও পুত্রকে অস্বীকার করে। (১ যোহন ২:২২)

জুড:

“কিছু লোক অলক্ষ্যে প্রবেশ করেছে... অধার্মিক লোক, যারা আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহকে ইন্দ্রিয়পারায়ণতায় বিকৃত করে এবং আমাদের একমাত্র প্রভু ও অধিপতি যিশু খ্রিষ্টকে অস্বীকার করে।” (যিহুদা ৪)

প্রেরিতগণ—যাঁদের অনেকেই ছিলেন পূর্বে তোরাহ-অনুসারী ইহুদি—যিশুর প্রায়শ্চিত্তকে রাব্বীদের প্রত্যাখ্যান এবং মৌখিক আইনকে প্রাধান্য দেওয়াকে সেই কর্ম-ধার্মিকতার অভিশাপ হিসেবেই দেখতেন, যা থেকে তাঁরা রক্ষা পেয়েছিলেন।

## ৬. অনুমানমূলক: বাইবেলের বাণীর উপর ভিত্তি করে পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা আধুনিক রাব্বি ইহুদিদের কী বলতে পারতেন

মোজেস:

আমি তোমাদের যে আদেশ করি, তার সঙ্গে তোমরা কিছু যোগ করবে না, কিংবা তা থেকে কিছু বাদও দেবে না। (দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২)

“আমি তাদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার [মোশির] মতো একজন ভাববাদীকে দাঁড় করাবো... যে কেউ আমার নামে বলা আমার বাক্য শুনবে না, আমি নিজেই তার কাছ থেকে এর হিসাব নেব।” (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৮-১৯—যিশুর মধ্যে পূর্ণ হয়েছে, প্রেরিত ৩:২২-২৩)

যিশাইয়:

কারণ আমাদের জন্য এক শিশু জন্মগ্রহণ করেছেন... পরাক্রমশালী ঈশ্বর, অনন্ত পিতা। (যিশাইয় ৯:৬)

“আমাদের অপরাধের জন্য তাঁকে বিদ্ধ করা হয়েছিল... সদাপ্রভু আমাদের সকলের অধর্ম তাঁর উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।” (যিশাইয় ৫৩:৫-৬—রাব্বিদের পুনর্ব্যাখ্যা, যা নতুন নিয়মে ইস্রায়েলকে প্রত্যাখ্যান হিসেবে ব্যাখ্যা করে)

যিরমিয়:

দেখো, সেই দিন আসছে... যখন আমি এক নতুন নিয়ম স্থাপন করব... যা তাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে করা নিয়মের মতো হবে না। (যিরমিয় ৩১:৩১-৩২—খ্রীষ্টের রক্তে পূর্ণ হয়েছে, ইব্রীয় ৮:৮-১৩)

“নবীগণ আমার নামে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করে... তারা নিজেদের মনগড়া দর্শন বলে।” (যিরমিয় ২৩:১৬,২৫)

মালাখি (পুরাতন নিয়মের শেষ ভাববাদী):

“আমার দাস মোশির বিধান স্মরণ করো... দেখো, সদাপ্রভুর সেই মহান ও ভয়ংকর দিনের পূর্বে আমি তোমাদের কাছে এলিয় ভাববাদীকে পাঠাবো।” (মালাখি ৪:৪-৫—যোহন বাপ্তাইজকের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে, মথি ১১:১৪)

ডেভিড:

“সদাপ্রভু আমার প্রভুকে বলেন: ‘আমার ডান পাশে বসো...’” (গীতসংহিতা ১১০:১—যিশু নিজের প্রতি প্রয়োগ করেছেন, মথি ২২:৪১-৪৬)

পুত্রকে চুম্বন কর, পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হন... ধন্য তারা, যারা তাঁর শরণ নেয়। (গীতসংহিতা ২:১২)

নবীগণ রাব্বিদের সংযোজন, মসিহ-সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পুনঃব্যাখ্যা এবং ঈশ্বরের দুঃখভোগী সেবকের প্রত্যাখ্যানকে সেই প্রতারণা হিসেবে দেখতেন, যার নিন্দা মোশি ও যিরমিয় করেছিলেন—যা হলো তোরাহের সাথে সংযোজন করা, মোশির মতো নবীকে (যিশুকে) প্রত্যাখ্যান করা এবং ঈশ্বরের সেই চিরস্থায়ী চুক্তি ভঙ্গ করা, যা তিনি কখনো পরিবর্তন না করার শপথ করেছিলেন (গীতসংহিতা ৮৯:৩৪; ১০৫:৮-১০)।

এই পরিবর্তিত দলিলটি মোশি ও ভাববাদীগণ থেকে শুরু করে যিশু ও তাঁর প্রেরিতগণ পর্যন্ত বাইবেলের এক পূর্ণাঙ্গ সমবেত কণ্ঠস্বর উপস্থাপন করে, যা এমন যেকোনো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ যা শাস্ত মসিহকে খাটো করে, ঐশ্বরিক অনুগ্রহের পরিবর্তে মানবীয় প্রথাকে স্থান দেয় এবং ভিত্তিপ্রস্তরকে প্রত্যাখ্যান করে। “যিশু খ্রীষ্ট গতকাল, আজ ও চিরকাল একই। তোমরা সকল প্রকার অদ্ভুত শিক্ষায় ভ্রান্ত হয়ো না।” (ইব্রীয় ১৩:৮-৯)